

BANGLA SECOND PAPER

বাংলা ব্যাকরণ

৯ম - ১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই থেকে

পর্ব - ১

১) ভাষার সৃষ্টি হয় - ধ্বনির সাহায্যে

২) ভাষার মূল উপাদান - ধ্বনি

৩) ধ্বনির সৃষ্টি হয় - বাগযন্ত্রের সাহায্যে

৪) বর্তমানে পৃথিবীতে ভাষা প্রচলিত আছে - সাড়ে তিন হাজারের বেশি (৩৫০০+)

৫) ভাষাভাষীর দিক থেকে বাংলার অবস্থান - ৪র্থ

৬) বর্তমানে পৃথিবীতে কত লোকের মুখের ভাষা বাংলা - প্রায় ত্রিশ কোটি

৭) পৃথিবীর সব ভাষারই - উপভাষা আছে

৮) ভাষার রূপ - ২ টি

৯) সাধু ভাষা - নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী

১০) সাধু ভাষা - গুরু গম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল

১১) ভাষার চলিত রীতি - পরিবর্তনশীল

১২) নাটক ও বক্তৃতার সংলাপের উপযোগী - চলিত ভাষা

১৩) বাংলা ভাষার শব্দ সঞ্চারকে ভাগ করা যায় - ৫ ভাগে

১৪) তৎসম শব্দ- চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য

১৫) তদ্ভব শব্দ - হাত, চামার

১৬) অর্ধ তৎসম শব্দ- জ্যোৎস্না, ছেরাদ্দ, গিল্লী, বোষ্টম, কুচ্ছিত

১৭) দেশি শব্দ - কুড়ি, চুলা, কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, টেঁকি

১৮) ধর্ম সংক্রান্ত আরবি শব্দ - আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওজু, কোরবানি ইত্যাদি

১৯) প্রশাসনিক আরবি শব্দ - আদালত, আলেম, ইনসান, উকিল, এজলাস, কলম, কানুন ইত্যাদি

২০) ধর্ম সংক্রান্ত ফারসি শব্দ - খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, ফেরেশতা ইত্যাদি

২১) প্রশাসনিক ফারসি শব্দ - কারখানা, চশমা, জবান বন্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার ইত্যাদি

২২) ইংরেজি শব্দ - ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নভেল ইত্যাদি

২৩) পর্তুগিজ শব্দ - আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি ইত্যাদি

২৪) ফরাসি শব্দ - কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্টোরাঁ

২৫) ওলন্দাজ শব্দ - ইস্কাপন, টেককা, তুরূপ, রুইতন, হরতন

২৬) গুজরাটি শব্দ - থদর, হরতাল,

২৭) পাঞ্জাবি শব্দ - চাহিদা শিখ

২৮) তুর্কি শব্দ - চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা

২৯) চিনা শব্দ- চা, চিনি

৩০) বার্মিজ শব্দ - ফুঙ্গি, লুঙ্গি

৩১) জাপানি শব্দ - রিক্সা, হারিকিরি

৩২) মিশ্র শব্দ - রাজা বাদশা (তৎসম+ ফারসি), হাট বাজার(বাংলা+ ফারসি), হেড মৌলভি(ইংরেজি+ ফারসি), হেড পন্ডিত(ইংরেজি+ তৎসম), থ্রিষ্টান্দ(ইংরেজি+তৎসম), চৌ হদ্দি(ফারসি+ আরবি)

৩৩) ব্যাকরণ শব্দটির প্রকৃতি প্রত্যয় - বি+আ+কৃ +অন

৩৪) ব্যাকরণ শব্দের অর্থ - বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ

৩৫) প্রত্যেক ভাষার মৌলিক অংশ - ৪টি

বাংলা ব্যাকরণ

৯ম-১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই

পর্ব - ২

১) গল্প ও শব্দ বিধান আলোচিত হয় - ধ্বনিতত্ত্বে

২) শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় - রূপ

৩) রূপ গঠন করে - শব্দ

৪) শব্দতত্ত্বের অপর নাম - রূপতত্ত্ব

৫) বাক্যতত্ত্বের অপর নাম - পদতত্ত্ব

৬) বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে - প্রাতিপদিক

৭) সাধিত শব্দ - হাতা, গরমিল। দম্পতি

৮) সাধিত শব্দ - ২ প্রকার

৯) প্রকৃতি - ২ প্রকার

১০) নাম প্রকৃতির উদাহরণ - হাতল, ফুলেল, মুখর

১১) প্রত্যয় - ২ প্রকার

১২) বাংলা ভাষায় উপসর্গ - ৩ প্রকার

১৩) সংস্কৃত উপসর্গ - ২০ টি

১৪) সংস্কৃত উপসর্গ - প্র, পরা, অপ

১৫) বাংলা উপসর্গ - ২১ টি

১৬) বাংলা উপসর্গ - অ, অনা, অঘা, অজ, আ, আব, নি

১৭) বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনি সমূহ - ২ প্রকার

১৮) ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় - বর্ণ

১৯) বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ - ৫০ টি

২০) স্বরবর্ণ - ১১ টি

২১) ব্যঞ্জন বর্ণ - ৩৯ টি

২২) বাংলায় - ২ টি যৌগিক স্বরধ্বনি (ঐ, ঔ)

২৩) স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় - কার

২৪) ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে - ফলা

২৫) ক থেকে ম পর্যন্ত - ২৫ টি স্পর্শধ্বনি

২৬) দন্ত্য বর্ণ - ত, থ, দ, ধ

- ২৮) ওষ্ঠ বর্ণ - প, ফ, ব, ভ, ম
২৯) মূর্ধণ্য বর্ণ - ট, ঠ, ড, ঢ, ণ
৩০) উচ্চারণের স্থানের নামানুসারে ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহ - ৫ ভাগে বিভক্ত
৩১) পরাশ্রয়ী বর্ণ - ৩ টি
৩২) নাসিক্য বর্ণ - ৫ টি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম)
৩৩) বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনি - ২৫ টি
৩৪) স্পর্শ বর্ণ - ২৫ টি (ক থেকে ম পর্যন্ত)
৩৫) স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি গুলো - ২ ভাগে বিভক্ত (অঘোষ ও ঘোষ)
৩৬) অঘোষ ধ্বনি - ক, খ, চ, ছ
৩৭) ঘোষ ধ্বনি - গ, ঘ, জ, ঝ
৩৮) ঘোষ ধ্বনি - ২ প্রকার (অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ)
৩৯) অল্পপ্রাণ ধ্বনি - ক, গ, চ, জ
৪০) মহাপ্রাণ ধ্বনি - খ, ঘ, ছ, ঝ

বাংলা ব্যাকরণ

৯ম-১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই থেকে

পর্ব-৩

- ১) শ, হ, ষ, স- ৪ টি উল্ল বা শিশ্বধ্বনি
২) শ, ষ, স- অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি
৩) হ - ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি
৪) অন্তঃস্থ ধ্বনি - ২ টি (য় বা)
৫) অ ধ্বনির স্বাভাবিক উচ্চারণ - অমল, অনেক, কত
৬) অ ধ্বনি ও ধ্বনির মতো উচ্চারণ - অধীর, অতুল, মন
৭) পরবর্তী স্বর সংবৃত্ত হলে শব্দের আদি - অ সংবৃত্ত হয়
৮) বাংলায় একাক্ষর শব্দে- আ দীর্ঘ হয়
৯) যেমন - যা, পান, ধান, সাজ, চাল
১০) একাক্ষর শব্দের ই এবং ঐ - দুটোই দীর্ঘ হয়(বিষ, বিশ, দীন, দিন, শীত)
১১) এ ধ্বনির উচ্চারণ - ২ রকম হয়
১২) এ ধ্বনির সংবৃত্ত উদাহরণ - পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে
১৩) এ ধ্বনির বিবৃত্ত উচ্চারণের উদাহরণ - ক্যাট, ব্যাট, দ্যাখ, এ্যাকা
১৪) এ ধ্বনির বিবৃত্ত উচ্চারণ পাওয়া যায় - শব্দের আদিতে
১৫) ঐ ধ্বনিটি একটি - যৌগিক স্বরধ্বনি
১৬) বাংলা একাক্ষর শব্দে - ও কার দীর্ঘ হয়
১৭) ক বর্গীয় বা কন্ঠ্য স্পর্শধ্বনি - ৫ টি (ক, খ, গ, ঘ, ঙ)
১৮) চ বর্গীয় বা তালব্য স্পর্শধ্বনি - ৫ টি (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ)
১৯) ট বর্গীয় বা মূর্ধণ্য ধ্বনি - ৫ টি (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ)
২০) ত বর্গীয় বা দন্তধ্বনি - ৫ টি (ত, থ, দ, ধ, ন)

২১) প বর্গীয় বা ওষ্ঠধ্বনি - ৫টি (প,ফ,ব ভ,ম)

২২) কম্পনজাত ধ্বনি - র

২৩) পার্শ্বিক ধ্বনি- ল

২৪) উল্ল ঘোষধ্বনি - হ

২৫) পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে পরবর্তী - ব্যঞ্জন দ্বিত হয়

২৬) তাড়ন জাত ধ্বনি - ২ টি (ড়, ঢ়)

২৭) বাংলা কার - ১০ টি

২৮) বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণে ফলা - ৬টি

২৯) ক্ষম বর্ণ - ক+ ষ+ ম

৩০) আদি স্বরাগমের উদাহরণ - স্কুল>ইস্কুল, স্টেশন> ইস্টিশন

৩১) অন্ত্যস্বরাগমের উদাহরণ- দিশ্ > দিশা, পোথত্ > পোক্ত, বেঞ্চ> বেঞ্চি

৩২) অপনিহিতির উদাহরণ- আজি> আইজ, সাধু> সাউধ

৩৩) অসমীকরণের উদাহরণ - ধপ+ ধপ> ধপাধপ, টপ+টপ> টপাটপ

৩৪) স্বর সঙ্গতির উদাহরণ - দেশি> দিশি, বিলাতি> বিলিতি, মূলা> মুলো

৩৫) স্বরলোপ এর উদাহরণ - বসতি> বস্ তি, জানালা> জান্ লা

৩৬) ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ - বাক্ স > বাস্ ক, রিক্ সা> রিস্,কা

৩৭) সমীভবন এর উদাহরণ - জন্ম> জন্ম, কাঁদনা> কান্না

৩৮) বিষমীভবন এর উদাহরণ - শরীর> শরীল, লাল> নাল

৩৯) ব্যঞ্জন বিকৃতির উদাহরণ - কবাট> কপাট, ধোবা> ধোপা

বাংলা ব্যাকরণ

৯ম-১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই থেকে

পর্ব- ৪

১) ট বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে - 'ণ' যুক্ত হয় (ঘন্টা, লন্ঠন, কান্ড)

২) ঞ, র, ষ এর পর- 'ণ' হয়(ঞ্ণ, ত্ণ, বর্ণ, বর্ণনা, ভীষণ)

৩) স্বভাবতই মূর্ধন্য হয়েছে এমন শব্দ- চাণক্য, বাণিজ্য, মণ, লবণ, বেগু বীণা, লাবণ্য ইত্যাদি

৪) ণ- স্ব বিধান হয় না - সমাসবদ্ধ শব্দে

৫) সমাস বদ্ধ শব্দে মূর্ধন্য এর পরিবর্তে হবে - ন

৬) 'ঞ' কারের পরে - ষ হয় (ঞ্ণি, কৃষক, দৃষ্টি, সৃষ্টি)

৭) তৎসম শব্দের 'র' এর পর - ষ হয় (বর্ষা, ঘর্ষণ, বর্ষণ)

৮) ট বর্গীয় ধ্বনির সাথে - ষ হয় (কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ)

৯) স্বভাবতই 'ষ' হয়েছে এমন শব্দ- ষড়ঋতু, রোষ, কোষ, আশাঢ়। ভাষণ, ভাষা, উষা, পৌষ, পাষণ, ভূষণ

১০) 'ষ' হয় না এমন শব্দ- জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট

১১) পাশাপাশি দুই বর্ণের মিলনকে বলে - সন্ধি

১২) বাংলা সন্ধি - ২ রকমের

১৩) তৎসম সন্ধি - ৩ প্রকার

- ১৪) কতিপয় সন্ধি বিচ্ছেদ - যথা+অর্থ= যথার্থ, সূর্য+ উদয়= সূর্যোদয়, দেব+ঋষি= দেবর্ষি, তৃষ্ণা+ঋত= তৃষ্ণার্ত, জন+এক= জনৈক, বন+ওষধি=বনৌষধি, নৈ+অক=নায়ক, গৈ+অক=গায়ক,
- ১৫) সাধিত সন্ধি - উৎ+স্থান=উত্থান, সম্ + কার= সংস্কার, সম্ + কৃত= সংস্কৃত
- ১৬) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি- আ+চর্য= আশ্চর্য, ষট্ + দশ= ষোড়শ, পর্ + পর = পরস্পর
- ১৭) বিসর্গ সন্ধি - বাচঃ+পতি= বাচস্পতি, ভাঃ+কর= ভাস্কর, অহঃ+ নিশি= অহনিশি, অহঃ+ অহ= অহরহ
- ১৮) বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ - ২ প্রকার
- ১৯) পল্লী অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ - মা, চাচী, কাকী, দাদী, ননদ, জা ইত্যাদি
- ২০) পতি অর্থে পুরুষবাচক শব্দ - বাবা, কাকা, দাদা, নন্দাই, দেওর, ভাই
- ২১) ঈ প্রত্যয় যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ - বেঙ্গমী, ভাগনী
- ২২) নী প্রত্যয় যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ - কামারনী, জেলেনী, কুমারনী, ধোপানী
- ২৩) আনী প্রত্যয়যুক্ত শব্দ - ঠাকুরানী, নাপিতানী, মেথরানী, চাকরানী
- ২৪) ইনী প্রত্যয় যুক্ত - কাঙ্গালিনী, গোয়ালিনী, বাঘিনী
- ২৫) আইন প্রত্যয় যুক্ত - ঠাকুরাইন
- ২৬) নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ - সতীন, সৎমা, এম্মো, দাই, সধবা
- ২৭) আ যোগে সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়যুক্ত শব্দ - মৃতা, বিবাহিতা, মাননীয়া, কনিষ্ঠা ইত্যাদি
- ২৮) জাতি বাচক - অজা, কোকিলা, শিম্বা, ক্ষত্রিয়া
- ২৯) ঈ প্রত্যয়যোগে সাধারণ অর্থে স্ত্রীবাচক- নিশাচরী, ভয়ংকরী, রজকী, কিশোরী, সুন্দরী
- ৩০) ঈ প্রত্যয়যোগে জাতি বাচক স্ত্রী শব্দ - সিংহী, ব্রাহ্মণী, মানবী, বৈষ্ণবী, কুমারী, ময়ূরী

বাংলা ব্যাকরণ

৯ম-১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই থেকে

পর্ব- ৫

- ১) ক্ষুদ্রার্থে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ - নাটিকা, মালিকা, গীতিকা, পুস্তিকা
- ২) ঈনী, নী, যোগে গঠিত শব্দ- মায়বিনী, কুহকিনী, যোগিনী, মেধাবিনী, দুঃখিনী
- ৩) বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রী বাচক শব্দ - নেত্রী, কঙ্গী, ধাত্রী, সতী, মহতী, রূপবতী, বুদ্ধিমতী সম্রাজ্ঞী, ইত্যাদি
- ৪) বিদেশী স্ত্রীবাচক শব্দ - খানম, জেনানা, মালেকা, সুলতানা, মহতারিমা
- ৫) নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ - সতীন, অর্ধাঙ্গিনী, কুলটা, বিধবা, অসূর্যস্পশ্যা, সপল্লী
- ৬) স্ত্রী- পুরুষ উভয় বোঝায় এমন শব্দ - জন, শিশু, পাখি, সন্তান
- ৭) স্ত্রী বাচক হয় না এমন পুরুষ বাচক শব্দ - কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার,
- ৮) কেবল স্ত্রী বাচক বুঝায় এমন শব্দ - সতীন, সৎমা, সধবা
- ৯) যে সব পুরুষ বাচক শব্দের ২ টি করে স্ত্রীবাচক শব্দ আছে - দেবর, ভাই, শিক্ষক, বন্ধু, দাদা,
- ১০) দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ হয়েছে - আমার স্বর স্বর লাগছে এই বাক্যে
- ১১) ভালো ভালো ফল, ফোঁটা ফোঁটা পানি - শব্দের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ হয়েছে
- ১২) সমার্থক দ্বিরুক্ত শব্দ - ধন-দৌলত, খেলা-ধুলা, লালন- পালন
- ১৩) বিপরীতার্থক দ্বিরুক্ত শব্দ - লেন-দেন, দেনা- পাওনা, ধনী- গরিব
- ১৪) পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ হয়েছে - ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে, দেশে দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল
- ১৫) পদের দ্বিরুক্তির আধিক্য বোঝাতে প্রয়োগ - রাশি রাশি ধান

- ১৬) সামান্য বোঝাতে - আমি স্বর স্বর বোধ করছি
- ১৭) ক্রিয়া বিশেষণ বোঝাতে পদের দ্বিরুক্তি - ফিরে ফিরে চায়
- ১৮) ক্রিয়াবাচক শব্দে বিশেষণ রূপে পদের দ্বিরুক্তি - তোমার নেই নেই ভাব গেল না
- ১৯) ক্রিয়াবাচক শব্দে পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ - ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি
- ২০) অব্যয়ের দ্বিরুক্তিতে ভাবের গভীরতা বোঝাতে - ছি ছি, তুমি কী করেছ?
- ২১) অব্যয়ের দ্বিরুক্তিতে বিশেষণ বোঝাতে - পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটি মিটি
- ২২) অব্যয়ের দ্বিরুক্তিতে ধ্বনি ব্যঞ্জনা বুঝাতে - ঝির ঝির করে বাতাস বইছে, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
- ২৩) যুগ্মরীতিতে গঠিত সমার্থক দ্বিরুক্ত শব্দ - চালচলন, রীতিনীতি, ভয়ডর
- ২৪) যুগ্মরীতিতে গঠিত ভিন্নার্থক দ্বিরুক্ত শব্দ - ডালভাত, তালাচাবি পথঘাট
- ২৫) বিভক্তিযুক্ত পদের দুইবার ব্যবহারকে - পদ্যাক্ষক দ্বিরুক্তি শব্দ বলা হয়
- ২৬) পদ্যাক্ষক দ্বিরুক্তির উদাহরণ - ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম,
- ২৭) যুগ্মরীতিতে গঠিত পদ্যাক্ষক দ্বিরুক্তি - হাতে নাতে, আকাশে বাতাসে, দলে বলে
- ২৮) সতর্কতা অর্থে দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ - ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো
- ২৯) কালের বিস্তার অর্থে দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ - থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে
- ৩০) আধিক্য অর্থে দ্বিরুক্ত শব্দ - লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান
- ৩১) ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তিতে আধিক্য অর্থে - ঘেউ ঘেউ, কুহ কুহ, ঝম ঝম, মিউ মিউ, ঠা ঠা, ঝি ঝি, ঘচাঘচ
- ৩২) যুগ্মরীতিতে গঠিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ - টাপুর টুপুর, হাপুস হপুস, কিচির মিচির
- ৩৩) বিশেষ্য অর্থে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত - বৃষ্টির ঝমঝমানি আমাদের অস্থির করে তোলে।

বাংলা ব্যাকরণ

৯ম- ১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই থেকে

পর্ব -৬

- ১) সংখ্যাবাচক শব্দ - ৪ প্রকার
- ২) তারিখ বাচক শব্দ - ১ থেকে ৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত
- ৩) বচন ব্যাকরণের - পারিভাষিক শব্দ
- ৪) বচন শব্দের অর্থ - সংখ্যার ধারণা
- ৫) বাংলা ভাষায় বচন - ২ প্রকার
- ৬) টা, টি থানা, থানি - বিশেষ্যের একবচন নির্দেশ করে
- ৭) উন্নত প্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত - রা
- ৮) প্রাণীবাচক ও অপ্ৰাণীবাচক শব্দের বহু বচনে - গুলা, গুলি, গুলো
- ৯) জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয় - পাল ও যুথ
- ১০) সমাস মানে - সংক্ষেপ, মিলন
- ১১) সমাসের রীতি বাংলায় এসেছে - সংস্কৃত থেকে
- ১২) সমাস নিষ্পন্ন পদের নাম - সমস্তপদ
- ১৩) যে যে পদের সমাস হয় তাদের বলে - সমস্যমান পদ
- ১৪) সমাস যুক্ত পদের প্রথম অংশকে বলে - পূর্বপদ

- ১৫) পরবর্তী অংশকে বলে - উত্তরপদ
- ১৬) সমস্তপদকে ভাগ্যে পাওয়া যায় - ব্যাস বাক্য বা বিগ্রহবাক্য
- ১৭) সমাস প্রধানত - ৬ প্রকার
- ১৮) দ্বন্দ্ব সমাস চেনার উপায় - এবং, ও, আর এই ৩ টি অব্যয় থাকবে
- ১৯) মিলনার্থে দ্বন্দ্ব - মা-বাপ, চা-বিস্কুট
- ২০) বিরোধার্থে দ্বন্দ্ব - দা - কুমড়া, অহি-নকুল
- ২১) বিপরীতার্থে দ্বন্দ্ব - জমা-খরচ, আয়-ব্যয়
- ২২) সমার্থক অর্থে দ্বন্দ্ব - হা-বাজার, খাতা-পত্র
- ২৩) অলুক দ্বন্দ্ব সমাস - দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে,
- ২৪) বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস হলো- তিন বা বহু পদের দ্বন্দ্ব
- ২৫) বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ - সাহেব-বিবি-গোলাম
- ২৬) কর্মধারয় সমাসের চিহ্ন - বিশেষণের সাথে বিশেষ্যের সমাস হয়
- ২৭) কর্মধারয় সমাস - নীলপদ্ম, কাঁচামিঠা, জজ সাহেব, ধোয়ামোছা
- ২৮) কর্মধারয় সমাস - ৪ প্রকার
- ২৯) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস- সিংহাসন, সাহিত্যসভা, স্মৃতিসৌধ
- ৩০) উপমান কর্মধারয় সমাস - ভ্রমরকৃষ্ণ, তুষার শুভ্র, অরুণরাঙ্গা
- ৩১) উপমান অর্থ - তুলনীয় বস্তু
- ৩২) প্রত্যক্ষ বস্তুর সাথে পরোক্ষ বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুকে বলে - উপমেয়
- ৩৩) যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলে - উপমান
- ৩৪) উপমিত কর্মধারয় সমাস - চন্দ্রমুখ, সিংহপুরুষ
- ৩৫) রূপক কর্মধারয় সমাস - ক্রোধানল, বিষাদসিন্দু, মনমাবি
- ৩৬) তৎপুরুষ সমাস - ৯ প্রকার

বাংলা ব্যাকরণ

৯ম - ১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই

পর্ব-৭

- ১) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - কে, রে
- ২) ২য়া তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদাপন্ন, চিরসুখী ইত্যাদি
- ৩) ৩য় তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক
- ৪) ৩য়া তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - মনগড়া, শ্রমলব্ধ, মধুমাখা, বিদ্যাহীন
- ৫) অলুক তৎপুরুষ সমাস - তেলেভাজা, কলেছাঁটা,
- ৬) ৪র্থী তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - কে, জন্য, নিমিও
- ৭) ৪র্থী তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - গুরুভক্তি, বসতবাড়ি, বিয়েপাগলা
- ৮) ৫মী তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - হতে, থেকে
- ৯) ৫মী তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - খাঁচাছাড়া, বিলাতফেরাত
- ১০) ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - র, এর বিভক্তি
- ১১) ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - চাবাগান, রাজপুত্র, খেয়াঘাট

- ১২) অলুক ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, মামার বাড়ি, সাপের পা
- ১৩) ৭মী তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - এ, য়,তে বিভক্তি
- ১৪) ৭মী তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - গাছপাকা, দিবানিদ্রা, অকালমৃত্যু
- ১৫) নঞ তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - না, নেই, নাই, নয় থাকবে
- ১৬) নঞ তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - অনাচার, অকাতর, নাতিদীর্ঘ
- ১৭) খাঁটি বাংলায় থাকে - অ, আ, না, অনা
- ১৮) খাঁটি বাংলায় নঞ তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - আকাল, অকেজো, অচেনা, নাছোড়
- ১৯) উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - জলচর, জলদ, পঙ্কজ, পকেটমার, হাড়ভাঙ্গা, মাছিমাঝা
- ২০) অলুক তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - পূর্বপদের ২য় বিভক্তি লোপ পায় না
- ২১) অলুক তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - গায়েপড়া, ঘিয়ে ভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান,
- ২২) অলুক বহুব্রীহি সমাসের উদাঃ - গায়ে হলুদ, হাতে খড়ি
- ২৩) বহুব্রীহি সমাসের চেনার উপায় - যার, যাতে থাকবে
- ২৪) বহুব্রীহি সমাসের উদাঃ - আয়তলোচনা, মহাত্মা, নীলবসনা, ধীরবুদ্ধি
- ২৫) বহুব্রীহি সমাস - ৮ প্রকার
- ২৬) সমানাধিকরন বহুব্রীহি সমাস চেনার উপায় - পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হবে
- ২৭) সমানাধিকরন বহুব্রীহি সমাসের উদাঃ - হতশ্রী, খোশমেজাজ, উচ্চশির, নীলকন্ঠ, সুশীল
- ২৮) ব্যাধিকরন বহুব্রীহি সমাস চেনার উপায় - পূর্বপদ ও পরপদ কোনটি বিশেষণ নয়
- ২৯) ব্যাধিকরন বহুব্রীহির উদাঃ - আশীবিষ, কথাসর্বস্ব
- ৩০) যদি পরপদ কৃদন্ত বিশেষণ হয় - তাহলে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হবে
- ৩১) কৃদন্ত বিশেষণ যোগে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহির উদাঃ - দু কানকাটা, বোঁটাখসা, ছাপোষা, পাতা চাটা
- ৩২) ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস চেনার উপায় - পূর্বপদে "আ" এবং পরপদে 'ই' যুক্ত হয়

বাংলা ব্যাকরণ

৯ম - ১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই

পর্ব - ৮

- ১) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস চেনা - পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য
- ২) এই সমাসের সমস্তপদে যুক্ত থাকে - আ, ই, ঈ
- ৩) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসের উদাঃ - দশগজি, চৌচালা, চারহাতি
- ৪) নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাসের উদাঃ - দ্বীপ, অন্তরীপ, নরপশু, পন্ডিতমূর্থ
- ৫) দ্বিগু সমাসে - সমষ্টি থাকবে
- ৬) দ্বিগু সমাসের উদাঃ - ত্রিকাল, চৌরাস্তা, তেমাথা, পঞ্চবটী
- ৭) অব্যয়ীভাব সমাস চেনার উপায় - পূর্বপদে অব্যয়ের অর্থ প্রাধান্য থাকবে
- ৮) সামীপ্য অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস - উপকন্ঠ, উপকূল
- ৯) বিপ্ সা (অনু, প্রতি) অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস - প্রতিদিন, ক্ষণে ক্ষণে,
- ১০) অভাব অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস - নিরামিষ, নির্জল, নিরুৎসাহ
- ১১) পর্যন্ত অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস - আপাদমস্তক, আসমুদ্রহিমাচল
- ১২) সাদৃশ্য অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস - উপশহর, উপগ্রহ, উপবন

- ১৩) অতিক্রান্ত অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস- উদ্বেল, উচছৃঙ্খল
- ১৪) বিরোধ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস - প্রতিবাদ, প্রতিকূল
- ১৫) পশ্চ্যাৎ অর্থে অব্যয়ীভা সমাস - অনুগমন, অনুধাবন
- ১৬) ঈষৎ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস - আনত, আরক্তিম
- ১৭) প্রাদি সমাসের উদাঃ - প্রবচন, পরিব্রমন, প্রভাত
- ১৮) নিত্যসমাস চেনা যায় - ব্যাসবাক্য হয় না বা লাগে না
- ১৯) নিত্যসমাসের উদাঃ - গ্রামান্তর, দর্শনমাত্র গৃহান্তর, আমরা
- ২০) গঠনগতভাবে শব্দ - ২ প্রকার
- ২১) অর্থমূলক ভাবে শব্দ - ৩ প্রকার
- ২২) উৎস গত দিক থেকে শব্দ - ৫ প্রকার
- ২৩) মৌলিক শব্দ - গোলাপ, নাক, লাল, তিন
- ২৪) যৌগিক শব্দ - গায়ক, কর্তব্য, বাবুআনা, মধুর, দৌহিত্র,
- ২৫) রুটি শব্দ - হস্তী, গবেষণা, বাঁশি, তৈল, প্রবীণ, সন্দেশ
- ২৬) যোগরূঢ় শব্দ - পঙ্কজ, রাজপুত্র, মহাযাত্রা, জলধি
- ২৭) পদগুলো প্রধানত - ২ প্রকার
- ২৮) সব্যয় পদ - ৪ প্রকার
- ২৯) বিশেষ্যপদ - ৬ প্রকার
- ৩০) বিশেষণ পদ - ২ প্রকার
- ৩১) নাম বিশেষণ - ১০ প্রকার
- ৩২) ভাব বিশেষণ - ৪ প্রকার

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com